বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২২-২০২৩ ইং

প্রকাশকাল: আগস্ট ২০২৩ ইং

পাথওয়ে®

বাড়ি ০২, রাস্তা ০৬, সেনপাড়া পর্বতা, কাফরুল, ঢাকা -১২১৬, বাংলাদেশ
ফোন: +৮৮ ০২ ৫৮০৫৩৭৪৩ মোবাইল: +৮৮ ০১৩২১ ২৩২৯৮০
ই-মেইল: info@pathwaybd.org ওয়েব: www.pathwaybd.org

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩

সম্পাদনা পর্ষদ

প্রধান সম্পাদক	:	**মোঃ শাহিন** নির্বাহী পরিচালক, পাথওয়ে
সম্পাদনা সদস্য	:	**মোঃ আলী হোসেন** নির্বাহী সদস্য, পাথওয়ে **শিরিন আক্তার** নির্বাহী সদস্য, পাথওয়ে
স্থিরচিত্র	:	নিজস্ব ফটোগ্রাফার ও গ্রাফিক্স ডিজাইনার
মুদ্রণ	:	পাথওয়ে মিডিয়া সেন্টার
প্রকাশকাল	:	আগস্ট ২০২৩ ইং
যোগাযোগ	:	বাড়ি ০২, রাস্তা ০৬, সেনপাড়া পর্বতা, কাফরুল, ঢাকা -১২১৬, বাংলাদেশ ফোন: +৮৮ ০২ ৫৮০৫৩৭৪৩ মোবাইল: +৮৮ ০১৩২১ ২৩২৯৮০ ই-মেইল: info@pathwaybd.org ওয়েব: www.pathwaybd.org

সূচিপত্র

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	পরিচিতি	০৩
১.১.	লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	০৫
১.২.	কার্যাবলী	০৫
২.	সংস্থার কাঠামো	০৮
২.১	কার্যনির্বাহী পর্ষদ (কমিটি)	০৯
২.২.	কার্যনির্বাহী পরিষদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব	০৯
২.৩.	উপ-কমিটি সমূহ	০৯
২.৪.	সংস্থার কর্মকাঠামো	১০
৩.	২০২২-২০২৩ অর্থবছরের আয় ব্যয় বিবরণী	১১
৩.১.	আয় বিবরণী	১২
৩.২.	ব্যয় বিবরণী	১২
৩.৩.	২০২২-২০২৩ অর্থবছর শেষে আর্থিক অবস্থান	১২
৪.	২০২২-২০২৩ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম	১৩
৪.১.	শিক্ষা সহায়তা ও উপকরণ বিতরণ	১৪
৪.২.	কোরআন উৎসব	১৫
৪.৩.	ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পেইন ও ঔষধ বিতরণ	১৫
৪.৪.	টিউবওয়েল ও শৌচাগার স্থাপন কার্যক্রম	১৬
৪.৫.	বৃক্ষ রোপন ও পরিবেশ রক্ষা কর্মসূচি	১৬
৪.৬.	কৃষি প্রশিক্ষণ ও বীজ বিতরণ	১৭
৪.৭.	নারী ও শিশু অধিকার রক্ষা কার্যক্রম	১৭
৪.৮.	জনসচেতনতা ও আইনি সহায়তা কার্যক্রম	১৭
৪.৯.	অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম	১৮
৪.১০.	স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রম	১৯
৪.১১.	স্কিল ডেভেলপমেন্ট কার্যক্রম	১৯
৪.১২.	সড়ক নিরাপত্তা কার্যক্রম	২০
৪.১৩.	তৃতীয় লিঙ্গের আর্থসামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম	২১
৪.১৪.	মাদকবিরোধী কর্মসূচি	২২
৫.	ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা	২৩
৬.	আলোক চিত্র	২৫
৭.	সারাংশ ও পরিশিষ্ট	২৯

১. পরিচিতি

পাথওয়ে একটি অলাভজনক দাতব্য সংস্থা; যা বিশ্বজুড়ে সহযোগিতামূলক কাজ এবং ইতিবাচক পরিবর্তনকে সমর্থন করে। ১৯৯২ সাল থেকে পাথওয়ে ধারাবাহিকভাবে জনকল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ করে আসছে। সমাজসেবা অধিদপ্তরের অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধন নং: ঢ-০২৮৫১, এনজিও ব্যুরো কর্তৃক নিবন্ধন নং: ৭৭৮।

পাথওয়ে স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা কার্যক্রম, বেকারত্ব দূরীকরণ, সড়ক নিরাপত্তা কার্যক্রম, অসহায় ও প্রতিবন্ধীদের সহায়তা, পবিত্র রমজানে ইফতার বিতরণ, রক্তদান, জলবায়ু পরিবর্তন, মাদকবিরোধী কার্যক্রম, যে কোনো দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ানো এবং তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করাসহ বিভিন্ন সামাজিক সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

সরকারি নিবন্ধনের সনদসমূহ

Government of the People's Republic of Bangladesh
NGO AFFAIRS BUREAU
Prime Minister's Office
Registration Certificate

Director General

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নিবন্ধন সনদপত্র

রেজিষ্ট্রেশনের প্রত্যয়ন পত্র

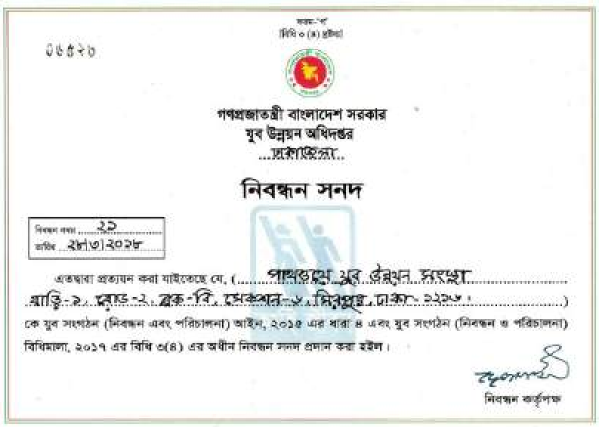
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
নিবন্ধন সনদ
কে যুব সংগঠন (নিবন্ধন এবং পরিচালনা) আইন, ২০১৫ এর ধারা ৪ এবং যুব সংগঠন (নিবন্ধন ও পরিচালনা) বিধিমালা, ২০১৭ এর বিধি ৩(৪) এর অধীন নিবন্ধন সনদ প্রদান করা হইল।
নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ

১.১. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

পাথওয়ে একটি বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যানমুলক অলাভজনক প্রতিষ্ঠান। একতা, শৃঙ্খলা, সহযোগিতামূলক দল গঠন ও পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে স্বেচ্ছাসেবী কর্ম উদ্যোগের দ্বারা জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সমাজের তৃণমূল পর্যায়ের পিছিয়ে থাকা সকল শ্রেণীর মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে যাওয়াই পাথওয়ের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। যদিও আধুনিক রাষ্ট্র সমূহ জনকল্যানমুলক রাষ্ট্রের ধ্যান-ধারনা পোষণ করে থাকে কিন্তু বর্তমানে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে রাষ্ট্রের প্রতি জনগণের চাহিদা এত বেশী যে, সকল চাহিদা রাষ্ট্রের একার পক্ষে পূরণ করা সম্ভব হয় না, তাই বিভিন্ন বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা পিছিয়ে পড়া তৃণমুল পর্যায়ের মানুষের ভাগ্যন্নয়নে বিভিন্ন ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পাথওয়ে তেমনই একটি বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা। পাথওয়ে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে সমাজের একটি অংশকে পিছিয়ে রেখে কোন সমাজ বা রাষ্ট্রের উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব ও মানবিক দৃষ্টিকোন হতে এসকল পিছিয়ে পড়া মানুষের সেবায় ও তাদের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করে যাওয়াই পাথওয়ের লক্ষ্য। আর এ লক্ষ্যে পাথওয়ে দেশী ও বিদেশী প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সহযোগিতায় বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করবে।

অত্র প্রতিষ্ঠান তাহার কর্মসূচী অন্তর্ভুক্ত এলাকায় সদস্যদের নিরক্ষরতা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে গণশিক্ষা ও উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে অশিক্ষিত যুবকদের শিক্ষিত করে গড়ে তোলার পাশাপাশি তাদের ব্যবহারিক শিক্ষা দিয়ে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবে। পাথওয়ে মনে করে তথ্য-প্রযুক্তির প্রসারের মাধ্যমে বাংলাদেশ একদিন বিশ্বের বুকে এক সমৃদ্ধশালী রাষ্ট্র হিসেবে মাথা উঁচু করে দাড়াবে। সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার যে লক্ষ্য ও প্রত্যয় নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে সরকারের সহযাত্রী হিসেবে পাথওয়েও তৃণমুল পর্যায়ের পিছিয়ে পড়া মানুষদের তথ্য-প্রযুক্তির উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাদেরকে সমাজের মুল স্রোতে নিয়ে আসবে। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, যে জাতি যত বেশী প্রযুক্তি নির্ভর সে জাতি তত উন্নত ও সমৃদ্ধশালী। আর তাই সরকারের পাশাপাশি পাথওয়েও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে জোরালো ভূমিকা রাখার ব্যাপারে আত্মপ্রত্যয়ী ও অঙ্গীকারাবদ্ধ।

১.২. কার্যাবলী/ কর্মসূচী

ক) জাতীয় জীবনে শিক্ষার বিস্তারের লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও গণশিক্ষা প্রকল্প গ্রহণ করা। পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

খ) দরিদ্র মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান এবং বিনামূল্যে শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করা।

গ) ভ্রাম্যমান লাইব্রেরী ও পাঠাগার স্থাপনসহ বিভিন্ন শিক্ষা কর্মসূচী গ্রহন করা।

ঘ) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচী/প্রকল্প গ্রহণ করা এবং সরকারের সহযোগী হিসেবে কাজ করা।

ঙ) বেকার ও অসহায় দুঃস্থদের জন্য কম্পিউটার প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন প্রকার কুটির শিল্প যেমনঃ পাটজাত পণ্য, তাঁত শিল্প, চামড়া, ব্লক বাটিক, টাইডাই, স্ক্রীণ প্রিন্ট, ফোম পুতুল ও সেলাই প্রশিক্ষন দিয়ে সহজ শর্তে ঋণ সহায়তার ব্যবস্থা করা।

চ) কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট সেক্টরের জন্য প্রযুক্তি উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ বহুবিধ কার্যক্রম সম্পাদন ও বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ।

ছ) মৎস্য, হাঁস-মুরগী, গবাদিপশু, শাকসবজী ও নার্সারী সম্পর্কে বাস্তব প্রশিক্ষণ প্রদান করা এবং প্রকল্প গ্রহণ করা।

জ) সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে নির্মল দূষণমুক্ত পরিবেশ গড়া ও এ লক্ষ্যে নিবিড় বনায়ন কর্মসুচী গ্রহন করা।

ঝ) বিলুপ্ত দেশীয় বিভিন্ন ধরণের ঔষধি গাছের চারা রোপনের প্রতি সকলকে উদ্বুদ্ধকরন এবং এই জাতীয় গাছের বিলুপ্তি রোধকল্পে জাতীয়ভাবে প্রকল্প গ্রহণ করা।

ঞ) বন্যা, খরা, দূর্ভিক্ষসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগে দুর্গত মানুষের সেবায় কাজ করা যথাঃ পুণর্বাসন কর্মসূচী, ত্রান বিতরন ও স্বাস্থ্যসেবাসহ সকল প্রকার কার্যকারী প্রকল্প গ্রহন করা।

ট) পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে এবং জ্বালানী হিসেবে বৃক্ষ নিধন রোধে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন করা ও সৌর বিদ্যুৎ কার্যক্রম গ্রহণ করা।

ঠ) স্বাস্থ্য সেবা, ক্লিনিক ও দাতব্য হাসপাতাল স্থাপন, ঔষধ সেবা প্রকল্প, বিনামূল্যে সেবা ব্যবস্থা ও উপকরন জনগণের জন্য সরবরাহ করা, যথাযথ কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমোদন সাপেক্ষে।

ড) প্রসূতি মায়ের প্রাথমিক চিকিৎসা, নবজাত শিশুর টিকাদান কর্মসূচী, মায়ের দুধের উপকারীতা সর্বোপরি সু-স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহযোগীতা করা।

ঢ) জনসংখ্যা বিস্ফোরণ রোধকল্পে পরিবার-পরিকল্পনা কর্মসুচীসহ ব্যাপক কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ণ) কিশোর/কিশোরীদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যকারী প্রকল্প গ্রহন করা।

ত) এইচ.আই.ভি/এইডস এবং এস.টি.ডি কার্যক্রমঃ এইচআইভি/এইডস এবং মরণ ব্যাধির প্রতিরোধ ও চিকিৎসা কার্যক্রম গ্রহণ করা। এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধের লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচার ও ধর্মীয় অনুশাসন অনুসরণের মাধ্যমে মরণব্যাধি এইচআইভি/এইডস সম্পর্কে জনমনে ব্যাপকভাবে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। এইচআইভি/এইডস্ আক্রান্ত রোগীকে শারীরিক ও মানসিক মন্দাবস্থা দুরীকরনের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা। এছাড়াও অন্যান্য এসটিডি/যৌন সংক্রামন রোগগুলি সম্পর্কে ব্যাপক হারে জনসচেতনার গড়ে তোলা।

থ) এসিডদগ্ধ কার্যক্রমঃ এসিডদগ্ধ রোগী বিশেষ করে নারীদের নিয়ে পূর্ণবাসনমূলক উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা। এসিডদগ্ধদের প্রয়োজনীয় শারীরিক ও মানসিক সমস্যার সমাধানের মাধ্যমে পূনর্বাসন করা। তাদেরকে স্বাবলম্বি ও আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলা এবং সুস্থ সুন্দর জীবনযাপনে সাহায্য করা।

দ) আর্সেনিক সনাক্তকরণ কার্যক্রম এবং আর্সেনিকমুক্ত বিশুদ্ধ পানি ব্যবহারের জন্য উদ্বুদ্ধ করা।

ধ) স্যানিটেশন ল্যাট্রিন কার্যক্রম গ্রহণ করা এবং স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারের জন্য উদ্বুদ্ধ করা।

ন) নির্মানাধীন বিভিন্ন প্রকল্পে শ্রমিকদের জানমালের সুরক্ষায় কার্যকারী পদক্ষেপ গ্রহন করা।

প) মানতা সম্প্রদায়ের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ও পূর্ণবাসন মূলক প্রকল্প গ্রহণ করা।

ফ) জেলেদের জীবনমান উন্নয়ন এবং নিরাপত্তার লক্ষ্যে কার্যকারী পদক্ষেপ গ্রহন করা। ব) প্রতিবন্ধীদের চিকিৎসা, শিক্ষা, কারিগরী শিক্ষা, ঋণদান করে আত্মনির্ভরশীল হিসেবে পুর্ণবাসন করা।

ভ) অবহেলিত দরিদ্র ও ছিন্নমূল দুঃস্থ শিশু, এতিম, অনাথ, অসহায়, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, বেকার, পঙ্গু, মুক্তিযোদ্ধাও প্রতিবন্ধীসহ সকল স্তরে পূর্ণবাসন মূলক প্রকল্প গ্রহণ করা।

ম) বিপথগামী যুবক/যুবতী ও কিশোর/কিশোরী অপরাধীদের কল্যাণে তাদেরকে যথাযথ চিকিৎসা প্রদানসহ পুর্ণবাসনের লক্ষ্যে কম্পিউটারসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও পুঁজি প্রদান করিয়া কর্মসংস্থানের মাধ্যমে তাদেরকে মূল জনস্রোতে নিয়ে আসা।

য) মানসিক রোগীর উৎকর্ষতা বিধানের লক্ষ্যে সুচিকিৎসা, বিভিন্ন শিক্ষা, চিত্ত-বিনোদন, ব্যায়াম, খেলাধূলার ব্যবস্থা গ্রহন করা।

র) কর্মজীবি মহিলাদের সন্তানদের লালন-পালন, তাদের শিক্ষা ও সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

ল) বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, যৌতুক ও নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সমাজে সচেতনতা বৃদ্ধি করা, পরনির্ভরশীলতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করে সমাজে পিছিয়ে পড়া মানুষদের মর্যাদা বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে তাদের ভূমিকা জোরদার করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পরিচালনা করা। অধিকার ও সচেতনা বৃদ্ধির জন্য আইনগত সহায়তা প্রদান করা।

শ) যৌনকর্মী ও দু:স্থ মায়েদের ট্রেনিং দিয়ে পূণর্বাসন করা এবং তাদের সন্তানদের শিক্ষা, চিকিৎসা, আশ্রয়ের সু-ব্যবস্থা করা।

য) মাদক বিরোধী কর্মসূচীঃ মাদকাসক্তদের সুচিকিৎসা, পূর্ণবাসন ও কারিগরি শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল ও কর্মক্ষম করে গড়ে তোলা এবং মাদক বিরোধী বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করা । স) প্রবীণ হিতৈষী/বৃদ্ধাশ্রমমূলক কার্যক্রমঃ বয়স্ক এবং বয়স্কাদের জন্য সুচিকিৎসা, খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয় এবং চিত্তবিনোদনের জন্য সুব্যবস্থা করা।

হ) বেদে ও তৃতীয় লিঙ্গদের পূনবার্সন কর্মসূচীঃ বেদে ও তৃতীয় লিঙ্গদের পুর্ণবাসনের লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণসহ পুঁজি প্রদান করিয়া কর্মসংস্থানের মাধ্যমে তাদেরকে মূল জনস্রোতে নিয়ে আসা।

য়) যানবাহন চালকেরদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণমূলক বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা এবং কর্মসংস্থানের সৃষ্টির মাধ্যমে তাদেরকে স্বাবলম্বি ও আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলা।

ড়) সরকারের সহযোগী হিসাবে সড়ক নিরাপত্তা নীতি-মালার উপর বিভিন্ন প্রশিক্ষনমূলক কর্মসচী গ্রহণ করা।

ঢ়) নিরাপদ সড়কের জন্য সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রী, অভিভাবকসহ শিক্ষক শিক্ষিকাদের এবং বিভিন্ন জনবহুল স্থানে নিরাপদ সড়কের উপর সচেতনতা সৃষ্টির জন্য প্রশিক্ষণ, সেমিনার, র‍্যালীসহ যাবতীয় প্রকল্প গ্রহণ করা।

অ) দেশের ভাষা, কৃষ্টি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, বিজ্ঞান, সাহিত্য কলা ও চারুকলার বিকাশ ঘটানোর লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহন।

আ) মহিলা ও যুবকদের স্বাবলম্বি ও আত্মনির্ভরশীল হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে সঞ্চয়ী মনোভাব গড়ে তোলার নিমিত্তে সঞ্চয় আমানত অর্জন করা, কারণ সঞ্চয়ই সমৃদ্ধি আনে।

ই) দু:স্থ মহিলা ও যুবকদের সঞ্চয়ী আমানত হতে, সংস্থার নিজস্ব তহবিল বা সংস্থা কর্তৃক সংগৃহিত সরকারী বা বেসরকারী সাহায্য সংস্থা হতে প্রাপ্ত তহবিল হতে আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সামান্য সার্ভিস চার্জের বিনিময়ে ঋণ প্রদান করা।

ঈ) অর্থনৈতিক শক্তি অর্জনের লক্ষ্যে যে ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক দেশী বিদেশী দাতা সংস্থা থেকে দান, অনুদান/ঋণ গ্রহণ করা।

উ) সংস্থার ও দেশের উন্নয়নে সঠিক তথ্য ও কার্যক্রম প্রকাশের লক্ষ্যে সরকারী বিধি মোতাবেক পত্রিকা, বুলেটিন, ম্যাগাজিন, সংবাদচিত্র, ভিডিও ফিল্ম ও ডকুমেন্টারী ইত্যাদি প্রকাশ ও প্রচার করা।

ঊ) সরকারী/বেসরকারী ও জাতীয় নির্বাচনে পর্যবেক্ষক হিসাবে ভূমিকা পালন করা।

ঋ) সদস্যদের উৎপাদিত দ্রবাদি বাজারজাতকরণে সহায়তা করা।

এ) সরকারের বহুমূখী উন্নয়নমূলক কর্মসূচীগুলি নিজস্ব সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করা।

ঐ) অবহেলিত দরিদ্র ও অসহায় মানুষদেরকে আইনগত সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান করা।

২. সংস্থার কাঠামো

২.১. কার্যনির্বাহী পর্ষদ (কমিটি)

ক্রমিক	নাম	পদবী
০১.	মোঃ রইজুর রহমান	চেয়ারম্যান
০২.	আবু নাঈম	ভাইস চেয়ারম্যান
০৩.	মোঃ শাহীন	নির্বাহী পরিচালক
০৪.	এম আতাউর রহমান রনি	কোষাধ্যক্ষ
০৫.	মোঃ আলী হোসেন	নির্বাহী সদস্য
০৬.	সাদিয়া নুসরাত লিজা	নির্বাহী সদস্য
০৭.	শিরিন আক্তার	নির্বাহী সদস্য

২.২. কার্যনির্বাহী পরিষদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব

প্রশাসনিক ব্যবস্থায় কার্যনির্বাহী পরিষদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব:

(১) সংস্থার প্রয়োজনীয় সমস্ত খরচের অনুমোদন করা।

(২) বিশেষ কার্য সম্পাদনের সাব-কমিটি গঠন করা বা উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা।

(৩)সভা করার দিন, তারিখ, সময় ও স্থান ও সবার আলোচ্যসূচী গ্রহণ করা ।

(৪) সংস্থার সকল হিসাব-নিকাশ, খরচের ভাউচার হিসাব বই ও ফরম বই নিরীক্ষা করার ব্যবস্থা করা।

(৫) নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমোদনক্রমে কর্মচারী নিয়োগ করা এবং সকল কর্মচারীর বেতন নির্ধারণ করা।

(৬) সংস্থার প্রশানিক, আর্থিক ও পরিচালনায় দায়িত্ব ও নিয়ন্ত্রণ করা।

(৭) কার্যনির্বাহী পরিষদ সকল প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা পরিচালনা, প্রকল্প গ্রহণ, বাস্তবায়ন এবং কর্মকর্তাদের/ কর্মচারীদের দায়িত্ব নির্ধারণ করিবেন।

২. ৩. উপ-কমিটি সমূহ

সংস্থার কার্যক্রম বিকাশের স্বার্থে ২০২২-২০২৩ সালে গৃহীত নতুন উপকমিটি সমূহে নিযুক্ত পরিচালক/ ম্যানেজারদের তালিকা:

ক্র.নং	প্রকল্প বা কার্যক্রম	নিযুক্ত ব্যক্তির নাম	পদবী
০১.	শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	মোঃ সাইফুল ইসলাম	ম্যানেজার
০২.	মাদক বিরোধী কার্যক্রম	লুৎফুর বারী	পরিচালক
০৩.	স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক কার্যক্রম	শিরিন আক্তার, নির্বাহী সদস্য	পরিচালক
০৪.	কৃষি ও পরিবেশ সম্পর্কিত কার্যক্রম	নুরু উদ্দিন, সদস্য	পরিচালক

০৫.	অনুদান সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা	আবু নাঈম, ভাইস-চেয়ারম্যান	পরিচালক
০৬.	মানবাধিকার ও নিরাপত্তা কার্যক্রম	মোঃ ইনজামুল হক	পরিচালক
০৭.	স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রম	মাহিদ হোসেন মাগফি	সমন্বয়ক
০৮.	তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রম	মোঃ আলী হোসেন, নির্বাহী সদস্য	পরিচালক

২.৪. সংস্থার কর্মকাঠামো

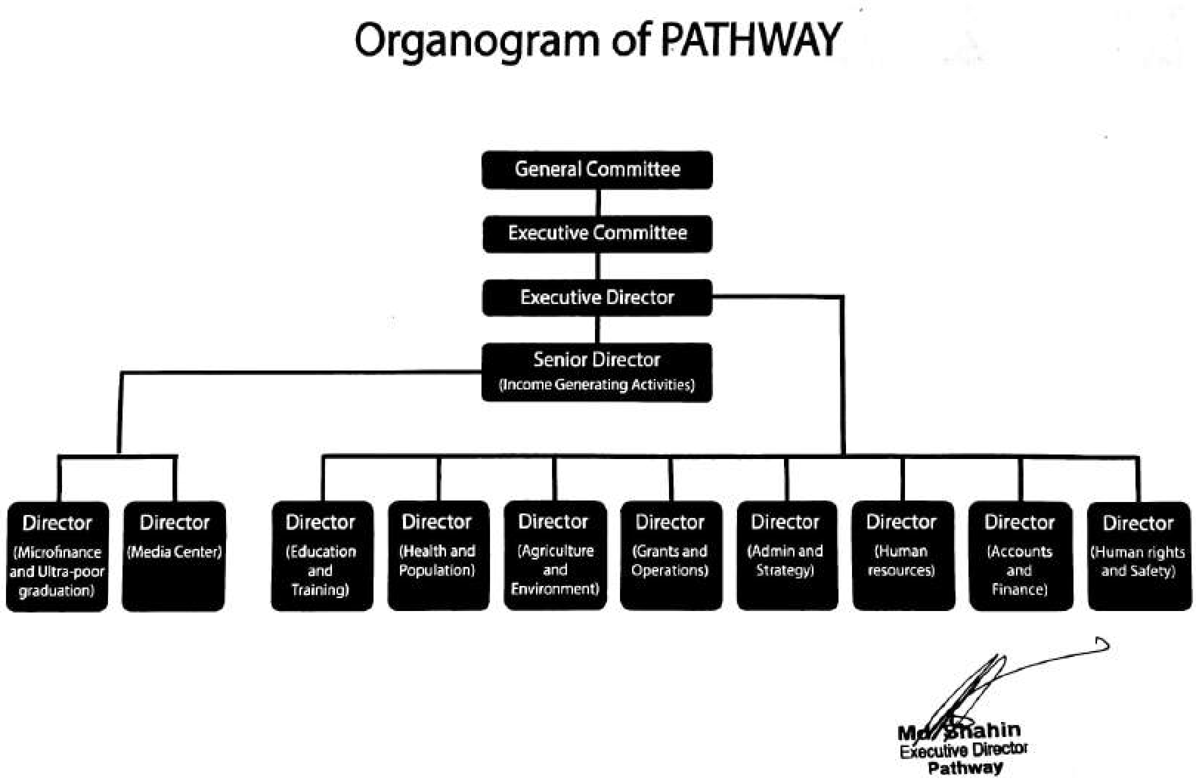

৩. আয়-ব্যয় বিবরণী

৩.১. ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের আয় বিবরণী	
দাতার অনুদান	৬৫,০৫,০০০
আইজিএ প্রকল্প	৪৬,৩০,০০০
সদস্য ভর্তি ও চাঁদা	৬০,০০০
অন্যান্য আয়	৮,০০,০০০
মোট	১,১৯,৯৫,০০০

৩.২. ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের ব্যয় বিবরণী	
বেতন ও ভাতা	২২,৬৬,২০০
প্রশাসনিক খরচ	৬,৯৯,০৮০
আইজিএ প্রকল্পের খরচ	৩৯,৭০,০০০
শিক্ষা কার্যক্রম	১৩,২৮,৭২৫
স্বাস্থ্য কর্মসূচী	৫,৯০,৪০০
পানি ও স্যানিটেশন প্রোগ্রাম	৯৩,০০০
পরিবেশ কর্মসূচি	৮২,০০০
কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচী	১,৮৫,৫০০
অধিকার ভিত্তিক কর্মসূচী	১,৫০,০০০
ত্রাণ ও পুনর্বাসন	৩,১০,৪০০
স্কিল ডেভেলপমেন্ট লিডারশিপ ট্রেনিং	৩,৩১,০০০
সড়ক নিরাপত্তা কর্মসূচি	৩,২০,০০০
তৃতীয় লিঙ্গের সামাজিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন	১৩,২১,২০০
মাদক বিরোধী কর্মসূচি	২,০৪,০০০
ভলেন্টিয়ারিং কর্মসূচি	১,৫৭,০০০
অন্যান্য	১১,০০০
মোট	১,১৯,৯৫,০০০

৩.৩. ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের আর্থিক অবস্থান

সম্পদ, আসবাবপত্র ও আর্থিক অবস্থা ভিত্তিতে সংস্থার হিসেব বিবরণী-

২০২১-২০২২ অর্থবছরের সম্পদ	২০২২-২০২৩ ব্যয়ের তুলনায় আয়ের আধিক্য	২০২২-২০২৩ অর্থবছরের সম্পদ
২,৭৩,৮২১/-	৭৫,৪৯৫/-	৩,৪৯,৩১৬/-

৪. উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের পাথওয়ে কর্তৃক অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। যার অধিকাংশই বেশ সুনাম কুঁড়িয়েছে। কার্যক্রম সমূহ হলো-

- শিক্ষা সহায়তা ও উপকরণ বিতরণ
- কোরআন উৎসব
- ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পেইন ও ঔষধ বিতরণ
- টিউবওয়েল ও শৌচাগার স্থাপন কার্যক্রম
- বৃক্ষ রোপন ও পরিবেশ রক্ষা কর্মসূচি
- কৃষি প্রশিক্ষণ ও বীজ বিতরণ
- নারী ও শিশু অধিকার রক্ষা কার্যক্রম
- জনসচেতনতা ও আইনি সহায়তা কার্যক্রম
- অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম
- স্বেচ্ছাসেবী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম
- স্কিল ডেভেলপমেন্ট কার্যক্রম
- সড়ক নিরাপত্তা কার্যক্রম
- তৃতীয় লিঙ্গের আর্থসামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম
- মাদকবিরোধী কর্মসূচি

৪.১. শিক্ষা সহায়তা ও উপকরণ বিতরণ

পাথওয়ে এর ধারাবাহিক কার্যক্রমের মধ্যে অসহায় ও দরিদ্র শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষা সহায়তা ও উপকরণ বিতরণ অন্যতম। প্রতি বছরের ন্যায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরেও পাথওয়ে এই কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। এ অর্থবছরে সংস্থার পক্ষ থেকে ০৪ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৪০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে বই, খাতা, কলম, ক্যালকুলেটর, স্কুল ব্যাগ সহ বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়। এছাড়াও ১৪ জন শিক্ষার্থীকে এককালীন আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

৪.২. কোরআন উৎসব

সারাদেশে ১৪ হাজারের মতো কওমি মাদ্রাসায় ১৪ লাখের বেশি শিক্ষার্থী রয়েছে। এ সকল শিক্ষার্থীদের নিয়ে পাথওয়ে কর্তৃক প্রতিবছর রমজানে কোরআন তেলাওয়াত প্রতিযোগিতার আয়োজন করা সিদ্ধান্ত নেয়। যার ধারাবাহিকতায় চলিত অর্থবছরে পাথওয়ে কোরআন উৎসব ২০২৩ এর সকল আয়োজন সম্পন্ন হয়েছে।

এই আয়োজনে ঢাকা জেলার ৭০ টি মাদ্রাসার ৫৫০ জন শিক্ষার্থী অংশ নেয়।

৪.৩. ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পেইন ও ঔষধ বিতরণ

পাথওয়ে ‘ফ্রি ফ্রাইডে ক্লিনিক’ নামক প্রকল্পটি সফলতার সাথে ঢাকার মিরপুর এলাকাতে পরিচালনা করে আসছে। গত অর্থবছরে সর্বমোট ৩৭৩ জন ব্যক্তি এই প্রকল্পের আওতায় প্রাথমিক চিকিৎসা এবং রোগের ধরনের উপর ভিত্তি করে বিশেষায়িত চিকিৎসা লাভ করেছেন। চিকিৎসার পাশাপাশি দুস্থ ও দরিদ্র ব্যক্তিদের ঔষধ সরবরাহ করা হয় এই প্রকল্পের আওতায়।

৪.৪. টিউবওয়েল ও শৌচাগার স্থাপন কার্যক্রম

সামাজিক অসহায় ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর নিরাপদ ও সুপেয় পানির চাহিদা পূরণে বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলের জেলা পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলায় দুইটি নলকূপ স্থাপন করে পাথওয়ে। যার মাধ্যমে উপকার ভোগী হয়েছে পাঁচটি পরিবারের ২৫ জন। তাছাড়াও এছাড়াও ময়মনসিংহ সদর উপজেলার ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় একটি শৌচাগার স্থাপন করে পাথওয়ে।

৪.৫. বৃক্ষ রোপন ও পরিবেশ রক্ষা কর্মসূচি

পাথওয়ে বিশ্বাস করে যে, মানুষের সুস্বাস্থ্যের জন্য ও পৃথিবীর পরিবেশগত অবস্থার উন্নয়নের জন্য দূষণমুক্ত ও পরিষ্কার পরিবেশ অত্যাবশ্যক। এ কারণে ঢাকা ও বরিশালের বিভিন্ন অঞ্চলে পাথওয়ে সাপ্তাহিক ক্লিনিং ক্যাম্পেইন আয়োজন করে আসছে। পাথওয়ে মূলত রাস্তা এবং ড্রেন থেকে প্লাস্টিক বর্জ্য অপসারণে কাজ করে। এছাড়াও পাথওয়ে প্লাস্টিক দূষণ ও প্লাস্টিকের পুনর্ব্যাবহার নিয়ে সেমিনার ও গণজমায়েত আয়োজনের মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতেও কাজ করে।

আমাদের লক্ষ্য পরবর্তীতে জেলাভিত্তিক ক্লিনিং ক্যাম্পেইন চালু করা এবং সংগৃহীত বর্জ্য পুনর্ব্যবহারযোগ্য ও অপুনর্ব্যবহারযোগ্য এই দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা। এছাড়াও বাংলাদেশের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান যেমন কক্সবাজার, সেন্টমার্টিন, সাজেক, বান্দরবান, কুয়াকাটা, লাউয়াছড়া ইত্যাদি স্থানেও ক্লিনিং ক্যাম্পেইন আয়োজনের মাধ্যমে জায়গাগুলোকে পরিষ্কার ও উপভোগ্য করে গড়ে তোলাও পাথওয়ে এর এই কর্মসূচির লক্ষ্য।

৪.৬. কৃষি প্রশিক্ষণ ও বীজ বিতরণ

বাংলাদেশে কৃষি অন্যতম বৃহৎ একটি সেক্টর। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষকদের নিয়ে ০১ টি মাঠ সভা পরিচালনা করে পাথওয়ে। এতে কৃষকদের কৃষি সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়াও ময়মনসিংহ ও গাজীপুরের ১২ জন কৃষকের মাঝে ধানের বীজ বিতরণ করে পাথওয়ে।

৪.৭. নারী ও শিশু অধিকার রক্ষা কার্যক্রম

পুরো বছর জুড়ে নারীর ও শিশুর অধিকার সুরক্ষায় ধারাবাহিকভাবে কাজ করেছে পাথওয়ে। যার ফলশ্রুতিতে দেশের বিভিন্ন জেলার প্রত্যন্ত গ্রাম গুলোতে উঠান বৈঠক পরিচালনা করে নারীকে নিজ অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছে। এ বছর ০৩ টি উঠান বৈঠকে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, যৌতুক বিরোধ, যৌন হয়রানি প্রতিরোধ, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন, মাদক ও করোনা ভাইরাস সম্পর্কিত বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

নিজের অধিকারের প্রতি সচেতন হলেই নারী তার অগ্রগতি নিশ্চিত করতে পারবে, এমন ধারণা থেকে নারীদেরকে এ ধরনের প্রশিক্ষণ ধারাবাহিকভাবে প্রদান করা হচ্ছে। এ বছর ঢাকা, বরিশাল, পটুয়াখালী, ময়মনসিংহ ও মানিকগঞ্জ জেলায় এ কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে।

৪.৮. জনসচেতনতা ও আইনি সহায়তা কার্যক্রম

নাগরিক অধিকার সম্পর্কে জনগণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি ছাড়াও সামাজিক বিভিন্ন ব্যাধি বা কুফল এর প্রতিরোধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা হয়েছে। এছাড়াও এই কার্যক্রমে আওতায় ভুক্তভোগী ব্যক্তিদের আইনি সহায়তা প্রদান করা হয়। গত ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ০৪ জন ব্যক্তিকে এ প্রকল্পের আওতায় সহায়তা পেয়েছেন।

৪.৯. অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম

সমাজের অনগ্রসর ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে পাথওয়ে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে থাকে। যার মধ্যে অন্যতম-

- ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ,
- সেলাই মেশিন প্রশিক্ষণ।

সেলাই মেশিন প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশে নারীরা অর্থনৈতিকভাবে বেশ পিছিয়ে রয়েছে। তাই নারীদের স্বাবলম্বী করার লক্ষে প্রতিবছরে এর ন্যায় গত অর্থবছরে ২০ জন নারীকে সেলাই মেশিন প্রদান করা হয়েছে।

ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ

নিরাপদ সড়ক বিনির্মাণে পরিবহন চালকরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। তাই দক্ষ পরিবহন চালক গড়ে তুলতে পাথওয়ে প্রতিষ্ঠা করে পাথওয়ে ড্রাইভিং ট্রেনিং স্কুল। অনগ্রসর ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে বিনামূল্যে ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ প্রদান করে পাথওয়ে ড্রাইভিং ট্রেনিং স্কুল।

গত বছরে ৩৫০ এর অধিক চালককে প্রশিক্ষণ দিয়েছে পাথওয়ে ড্রাইভিং ট্রেনিং স্কুল। যার মধ্যে ৪৪ জনকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৪.১০. স্বেচ্ছাসেবী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

স্বেচ্ছাসেবী (Volunteer) হলো একজন ব্যক্তি যা স্বেচ্ছায় সেবা দেওয়ার মনোনিবেশ করে এবং সমাজে উপকারিতা সৃষ্টি করতে ইচ্ছুক। স্বেচ্ছাসেবী স্বেচ্ছায় সময় এবং শ্রম দেন সমাজের সেবা করার জন্য, অনুষ্ঠানে যোগ দেন, সাহায্য করে মানবিক সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে, পরিবারে, সমাজে, বা প্রাকৃতিক পরিবেশে। আমাদের কার্যক্রমের একটা বড় অংশ জুড়ে স্বেচ্ছাসেবীদের অংশগ্রহণ রয়েছে। তাই পাথওয়ে এর সাথে সম্পৃক্ত সকল স্বেচ্ছাসেবীদের প্রতিবছর দুটি করে ট্রেনিং প্রদান করা হয়। যার একটি ফার্স্ট এইড ও উদ্ধার কার্যক্রম প্রশিক্ষণ এবং অপরটি সামাজিক ও মানসিক সুরক্ষা প্রশিক্ষণ ।

গত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সর্বমোট ২৪০ জন স্বেচ্ছাসেবী আমাদের এই কার্যক্রম হতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

৪.১১. স্কিল ডেভেলপমেন্ট কার্যক্রম

আধুনিক বিশ্বের শ্রমবাজারের যোগ্য ও দক্ষতা সম্পন্ন কর্মীর অনেক অভাব রয়েছে। আবার দক্ষতা না থাকার ফলে অনেক শিক্ষিত যুবকরা কর্মসংস্থানে যুক্ত হতে পারছে না। যার ফলে দেশে বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়। শিক্ষিত ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেওয়ার লক্ষ্যেই পাথ হয়ে স্কিল ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং এর আয়োজন করে থাকে। যার ফলে শিক্ষিত যুবকটা অতি সহজেই নিজেদের কর্মসংস্থান এর ব্যবস্থা করে নিতে পারছে এবং স্বাবলম্বী হচ্ছে।

গত ২০২২-২৩ অর্থবছরে পাথওয়ে এর মাধ্যমে ২৫ জন শিক্ষিত ও পিছিয়ে পড়া ব্যক্তি নিজেদেরকে কম্পিউটার ট্রেনিং সম্পন্ন করছে।

৪.১২. সড়ক নিরাপত্তা কার্যক্রম

বিগত এক দশক ধরে বাংলাদেশে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। পাথগুয়ে এই সামাজিক ও জাতীয় ইস্যুটি নিয়ে সমাজে একটি ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। সংস্থাটির মূল লক্ষ্য একদল দক্ষ ও অভিজ্ঞ চালককে রাস্তায় নামানো যারা নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করতে এবং দুর্ঘটনা রোধে ভূমিকা পালন করতে পারে।

পাথওয়ের নিরাপদ সড়ক প্রকল্পটি মূলত বাসস্ট্যান্ড, বাস ডিপো এবং শহরের অন্যান্য কেন্দ্রবিন্দুগুলোতে সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও সচেতনতামূলক প্রচার-প্রচারণাভিত্তিক যাতে করে সর্বোচ্চ পরিমাণে সড়কপথে জীবিকা নির্বাহকারী মানুষের সাথে সম্পৃক্ততা সম্ভব হয়। লিফলেট বিতরণের পাশাপাশি ড্রাইভিং সিগন্যাল পরিচিতি, ড্রাইভার-হেল্পারদের সাথে মতবিনিময় এবং সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পাথাওয়ে এই প্রকল্পটি পরিচালনা করে থাকে। পাশাপাশি পাথওয়ে'র গবেষণা দল বর্তমানে ফিটনেসবিহীন গাড়ী দ্রুততম সময়ে শনাক্তকরণ ও রাস্তা হতে অপসারণের কার্যকর প্রক্রিয়া নিয়ে কাজ করছে। সংস্থাটি অনেকদিন যাবত তাদের এই কর্মকাণ্ডের জন্য জাতীয় পর্যায়ে পরিচিতি লাভ করেছে।

সড়ক নিরাপত্তা মূলক কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন এর স্বীকৃতি স্বরূপ গত অর্থ বছরে পাথওয়ে গ্লোবাল রোড সেফটি এলায়েন্সের সহযোগী সদস্যতা অর্জন করে।

৪.১৩. তৃতীয় লিঙ্গের আর্থসামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম

তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের প্রতি সমাজের ধ্যানধারণা পরিবর্তনে পাথওয়ে অনেকদিন যাবত কাজ করে আসছে। এসকল সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন হওয়া মানুষদের পাথওয়ে কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ ও স্বাবলম্বী জনশক্তি হিসেবে সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ তৈরী করে দিচ্ছে।

এই কারিগরি প্রশিক্ষণের মধ্যে ড্রাইভিং ট্রেনিং, বুটিকস ও বিউটি- শিয়ান ট্রেনিং অন্তর্ভুক্ত। এ চলমান কার্যক্রমটি এ বছরেও সচল রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় সর্বমোট ০৯ জন ড্রাইভিং ট্রেনিং, ১০ জন সেলাই মেশিন, ০৪ জন বুটিকস ও ১ জন বিউটিশিয়ান ট্রেনিং লাভ করেছে।

তাছাড়াও এর অর্থ বছরে দশ জন তৃতীয় লিঙ্গের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ, দুইজনকে নগদ অর্থ সহায়তা এবং একজনকে চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করেছে পাথওয়ে।

৪.১৪. মাদকবিরোধী কর্মসূচি

বর্তমানে বাংলাদেশ মাদকের ট্রানজিট পয়েন্ট হিসাবে ব্যবহার হচ্ছে। প্রতিবেশী দেশ গুলো হতে বিপুল পরিমান মাদক প্রতিদিন এদেশে ঢুকছে আর এদেশের যুব সমাজ মাদকে আক্রান্ত হয়ে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। পাথওয়ে মাদকের এই কড়াল গ্রাস হতে যুব সমাজকে রক্ষা করতে সচেতনমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। পাথওয়ে মনে করে মানুষকে মাদকের ছোবল হতে রক্ষা করতে পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় উপাসনালয় গুলো অগ্রনী ভুমিকা পালন করতে পারে। নৈতিক ধর্মীয় মূল্যবোধ ছাড়া কখনও মাদকের আগ্রাসণ হতে যুব সমাজকে রক্ষা করা যাবে না।

পাথওয়ে মুলত এ বিষয় গুলোকে মাথায় রেখে তার মাদকবিরোধী সচেতনমূলক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এছাড়া মাদকে আক্রান্তদের পূনর্বাসনের ব্যবস্থা করে থাকে।

৫. ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

অলাভজনক ও দাতব্য সংস্থা পাথওয়ে সমাজের বিভিন্ন সমস্যা ও অসঙ্গতি দূর করনের লক্ষ্যে বেশ কিছু পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। যার মধ্যে অন্যতম:

- সংস্থার জনবল কাঠামো সম্প্রসারণ ও দক্ষ সেবামূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা।
- স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে নির্বাচন পর্যবেক্ষক হিসেবে অংশগ্রহণ করা।
- ২০২৭ সালের মধ্যে তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠীর জন্য টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট তৈরি করা।
- ২০৩১ সালের মধ্যে সংস্থার কর্মপরিধি দেশের প্রতিটি ইউনিয়নে পৌঁছে দেওয়া।
- মানবাধিকার সুরক্ষায় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্বীকৃতি অর্জন করা।
- স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে সহযোগিতা করা।

৬. আলোক চিত্র

তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠীর মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ ও আর্থিক সহায়তা প্রদান।

তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠীকে ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ

ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পেইন সমূহ

বৃক্ষরোপণ ও ভলান্টিয়ারিং কার্যক্রম

পাথওয়ে কোরআন উৎসব ২০২৩ ইং

পবিত্র মাহে রমজানে ইফতার বিতরণ কর্মসূচি

মাদকবিরোধী কর্মসূচি

শীতবস্ত্র বিতরণ কার্যক্রম

নিরাপদ সড়ক দিবস উদযাপন

৭. সারাংশ ও পরিশিষ্ট

সারাংশ ও পরিশিষ্ট

বেসরকারি দাতব্য সংস্থার পাথওয়ে **১৯৯২** সাল থেকে সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তনের কাজ করে আসছে। আর্ত-মানবতার সেবায় পাথওয়ে এর পথচলা আরো বেগবান করতে সকলের সহযোগিতা প্রত্যাশা করছি।

(সমাপ্ত)